ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং- ২৭০৪/২০১৭

আনছারুল হক

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

------প্রতিবাদী।

এ্যাডভোকেট তৌফিক আনোয়ার চৌধুরী

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট এ,কে,এম, আলমগীর পারভেজ ভুইয়া

----- দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ০৯.০৭.২০২৩, ১০.০৭.২০২৩, ১১.০৭.২৩, ১২.০৭.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৭.০৭.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং- ৪৮/১৯৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০১.২০১৭ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

অত্র আপীলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

আবু মোহাম্মদ আরিফ সিদ্দিকী, পরিদর্শক, বিভাগীয় দুর্নীতি দমন ব্যুরো, চট্টগ্রাম কর্তৃক আসামী (১) স্বপন কুমার ঘোষ, পিতা-হরিদাস ঘোষ, ২৩২ খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম (২) আবদুর নুর, স্বত্বাধিকারী মেসার্স নুর ট্রেডার্স, আমদানী কারক, ঝাউতলা, কুমিল্লা। সিডি হিসাব নং-৫০৫৫, পাশ বুক নং-বি-১৬৩২০ (৩) নুর মোহাম্মদ, স্বত্বাধিকারী-মেসার্স নুর ট্রেডার্স, আমদানীকারক, সিডি হিসাব নং ৫০৫৫ (৪) মোঃ আনছারুল হক, পিতা-মৃত আজিজুল হক, সাবেক ব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম (৫) আবদুস সুক্কুর, পিতা- আবদুস ছালাম, সাবেক ক্যাশ ইন-চার্জ, অগ্রণী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম (৬) আবদুল মতিন, অফিসার, অগ্রণী ব্যাংক, মনোহরপুর, শাখা, কুমিল্লা (৭) মঈন উদ্দিন চৌধুরী পিতা-মোহাম্মদ হোসেন চৌধুরী, সাবেক ক্যাশিয়ার, অগ্রণী

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম (৮) মোঃ ইসহাক চৌধুরী, পিতা-মৃত আমীর আলী চৌধুরী, সাবেক সিনিয়র অফিসার, অগ্রণী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম (৯) মোঃ এ, এইচ, বাকী, স্বত্বাধিকারী মেসার্স আহাদ এন্ড কোং, ৬৫৪ নং শেখ মুজিবর রোড, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে পরস্পরের যোগসাজসে মেসার্স নূর ট্রেডার্স, আমদানীকারক, ঝাউতলা, কুমিল্লা এর মালিক আসামী আব্দুর নূর ০৬ জন আমদানীকারকের গ্রুপ লিডার হিসাবে ভূয়া আমদানীপত্র সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে সি,আই, সীট আমদানীর নিমিত্তে অগ্রণী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখার বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে অগ্রণী ব্যাংক, আসাদগঞ্জ শাখায় ১৫% মার্জিনে ৭০,৪০,০০০/- টাকার একটি ঋণপত্র খোলেন। ঋণপত্রের সূত্রে যে সকল পাশ বই ব্যবহার করা হয়েছে তাদের অনুকূলে ইস্যুকৃত পারমিটে সরকারীভাবে প্রতিটিতে মাত্র ০৫ মেঃ টন বরাদ্দ ছিল। আসামীগন প্রতারনামূলকভাবে অগ্রণী ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী যথাক্রমে আসামী রিয়াদ সাবেত, সাবেক সিনিয়র অফিসার, আসামী আনসারুল হক, সাবেক ম্যানেজার, আসামী ইসহাক চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ, আসামী শুকুর, সাবেক ক্যাশ ইনচার্জ, আসামী মঈন উদ্দিন চৌধুরী, সাবেক ক্যাশিয়ার ও আসামী স্বপন কুমার ঘোষের সাথে অবৈধ যোগসাজসে প্রতারনা ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ৫টি পারমিটের প্রতিটিতে ০৫ মেঃ টন এর পরিবর্তে ১০০ মেঃ টন বরাদ্দ দেখায় এবং দলনেতা মেসার্স নূর টেডার্স এর অনুকূলে ০৫ মেঃ টন বরাদ্দ দেখিয়ে মোট ৫০৫ মেঃ টন সি,আই, শীট আমদানী করে। উক্ত আমদানীকৃত মালামাল খালাসের প্রাক্কালে জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ পেলে আমদানীকৃত মালামাল বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এতে ব্যাংকের ৭৫,৫৭,৩১৮.১০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়।

উপরিল্লিখিত ক্ষমতার অপব্যবহার, জালিয়াতি, প্রতারনা, ভূয়া রেকর্ড তৈরি এবং অপরাধজনিত বিশ্বাস ভঙ্গ করে রাষ্ট্রের ৭৫,৫৭,৩১৮.১০ টাকা আত্নসাৎ করে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭৭ক/৪৭১/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় এজাহার দায়ের করা হয়।

তদনান্তে অপরাধ প্রমাণিত হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরীপত্র নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আসামী (১) জনাব রিয়াদ সাবেত (২) জনাব আনছারুল হক (৩) জনাব ইছহাক চৌধুরী (৪) জনাব আবদুর শুকুর (৫) জনাব মঈনুদ্দিন চৌধুরী (৬) জনাব স্বপন কুমার ঘোষ (৭) জনাব আবদুর শুকুর (৮) জনাব জামাল উদ্দিন (৯) জনাব কোরবান আলী (১০) জনাব মোঃ আজিজুর রহমান (১১) জনাব মোঃ শহিদুল রহমান এবং (১২) জনাব মোঃ হোসেন এর বিরুদ্ধে ব্যাংকের ৭৫,৫৭,৩১৮.১০ টাকা আর্থিক ক্ষতি এবং জালিয়াতির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় দন্ড বিধির ধারা ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭(ক)/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় কোতোয়ালী থানার অভিযোগ পত্র নং-২৪০ তাং ৩১.০৭.৯৩ দাখিল করে।

আসামী জনাব (১) এম,এ, মোছাব্বের (২) আবদুল মতিন (৩) আবদুল মজিদ এবং (৪) মুন্সী রুহুল আমিন এর বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে অত্র মামলার দায় দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক মামলার নথি জ্যেষ্ঠ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম আদালতে প্রেরিত হয়।
		বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ধারা ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭(ক)/১০৯ এবং ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ আমলে গ্রহণ করেন।
		আসামী রিয়াদ সাবেত এর বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম স্থগিত করায় আদেশ নং ২৯, তারিখ ১৯.০৯.৯৫ মূলে তার বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। অতঃপর মামলাটি বিচার ও নিস্পত্তির নিমিত্তে জনাব মীর রূহুল আমিন, বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম আদালতে প্রেরণ করলে মামলাটি আদালত আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ধারা ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/ ৪৭১/৪৭৭(ক)/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অভিযোগ গঠন করেন এবং গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীগণকে পাঠ করে শুনাইলে উপস্থিত আসামীগন নিজেদেরকে নির্দোষ দাবি করতঃ বিচার প্রার্থনা করে। আসামী আবদুস সুকুর, আবদুর নুর, মঈন উদ্দিন চৌধুরী, স্বপন কুমার ঘোষ, জামাল উদ্দিন, কোরবান আলী, মোঃ আজিজুর রহমান, মোঃ শহিদুর রহমান, মোঃ হোসেন পলাতক থাকায় গঠিত অভিযোগ তাদেরকে পাঠ করে শুনানো সম্ভব হয় নাই। আসামী রিয়াদ সাবেদের মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত থাকায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় নাই।
		প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণার্থে মোট ০৭ জনকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করে এবং আসামীপক্ষ থেকে এই সাক্ষীগণকে জেরা করা হয়।
		রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য সমাপনান্তে আসামী আনছারুল হক ও মোঃ ইছহাক চৌধুরীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হলে তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করতঃ বিচার প্রার্থনা করে এবং আসামী আনছারুল হক পক্ষে একজন সাফাই সাক্ষী দিবে মর্মে জানায়। অতঃপর কাজী আবদুল মতিন, সাবেক ম্যানেজার, অগ্রণী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম-কে সাফাই সাক্ষী হিসেবে পরীক্ষা করা হয়। প্রসিকিউশন পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করে। আসামী আবদুস সুকুর, আবদুর নূর, মঈন উদ্দিন চৌধুরী, স্বপন কুমার ঘোষ, জামাল উদ্দিন, কোরবান আলী, মোঃ আজিজুর রহমান, মোঃ শহিদুর রহমান, মোঃ হোসেন পলাতক থাকায় তাদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।
		বিচারান্তে জনাব মীর রুহুল আমিন, বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম আসামী (১) আনছারুল হক (পলাতক) (২) আবদুর শুকুর (পলাতক), (৩) স্বপন কুমার ঘোষ (পলাতক) (৪) আবদুর নুর (পলাতক), (৫) জামাল উদ্দিন (পলাতক) (৬) কোরবান আলী (পলাতক) (৭) মোঃ আজিজুর রহমান (পলাতক) (৮) মোঃ শহিদুর রহমান (পলাতক) ও (৯) মোঃ হোসেন (পলাতক) এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/১০৯ তৎসহ The Prevention of Corruption Act, 1974 এর ৫(২) ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় উক্ত ধারা সমূহে দোষী সাব্যস্ত করে তাদের প্রত্যেককে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারায় ৫ (পাঁচ) বছর করে সশ্রম কারাদন্ডসহ ৮,৩৯,৭০০/- (আট লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশত) টাকা অর্থদন্ড, অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাস করে

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে এবং আসামীগন কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৭৫,৫৭,৩১৮/- (পঁচাত্তর লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশত আঠার) টাকা রাষ্ট্রীয় পাওনা হিসাবে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করেন এবং উক্ত টাকা আসামীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে সমঅংশে আদায়যোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। তদনুসারে আসামীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে তাদের প্রত্যেকের অংশের ৮,৩৯,৭০০/- (আট লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশত) টাকা করে আদায় করতঃ তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। আসামী মোঃ ইসহাক চৌধুরী ও মঈন উদ্দিন চৌধুরী (পলাতক) এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭এ/১০৯ ও তৎসহ The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারার আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের অত্র মামলার অভিযোগ হতে খালাস প্রদান করেন। আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মুনসুরুল হক চৌধুরী সংগে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট তৌফিক আনোয়ার চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,কে,এম, আলমগীর পারভেজ ভুইয়া বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অত্র আপীল মেমো এবং নথী পর্যালোচনা করা হলো। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মুনসুরুল হক চৌধুরী সংগে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট তৌফিক আনোয়ার চৌধুরী এবং দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,কে,এম আলমগীর পারভেজ ভূইয়া এর বক্তব্য শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং -৪৮/১৯৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ১৭.০১.২০১৭ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *"প্রসিকিউশন পক্ষের মামলার ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন হইল যে, মেসার্স নূর ট্রেডার্স, আমদানীকারক, ঝাউতলা, কুমিল্লা এর মালিক আসামী আব্দুর নূর ০৬ জন আমদানীকারকের গ্রুফ লিডার হিসাবে ভূয়া আমদানীপত্র সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে সি,আই, সীট আমদানীর নিমিত্তে অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখার বৈধ প্রতিনিধি হিসাবে অগ্রনী ব্যাংক, আসাদগঞ্জ শাখায় ১৫% মার্জিনে ৭০,৪০,০০০/=টাকার একটি ঋনপত্র খোলেন। ঋনপত্রের সূত্রে যে সকল পাশ বই ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাদের অনুকূলে ইস্যুকৃত পারমিটে সরকারীভাবে প্রতিটিতে মাত্র ০৫ মেঃ টন বরাদ্দ ছিল। আসামীগন প্রতারনামূলকভাবে অগ্রনী ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী যথাক্রমে আসামী রিয়াদ সাবেত, সাবেক সিনিয়র অফিসার, আসামী আনসারুল হক, সাবেক ম্যানেজার, আসামী ইসহাক চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বৈদেশিক বানিজ্য বিভাগ, আসামী আবদুর শুকুর, সাবেক ক্যাশ ইনচার্জ, আসামী মঈন উদ্দিন চৌধুরী, সাবেক ক্যাশিয়ার*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ও আসামী স্বপন কুমার ঘোষের সহিত অবৈধ যোগসাজসে প্রতারনা ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ৫টি পারমিটের প্রতিটিতে ০৫ মেঃ টন এর পরিবর্তে ১০০ মেঃ টন বরাদ্দ দেখায় এবং দলনেতা মেসার্স নূর টেডার্স এর অনুকূলে ০৫ মেঃ টন বরাদ্দ দেখাইয়া মোট ৫০৫ মেঃ টন সি,আই, শীট আমদানী করে। উক্ত আমদানীকৃত মালামাল খালাসের প্রাক্কালে জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ পাইলে আমদানীকৃত মালামাল বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ইহাতে ব্যাংকের ৭৫,৫৭,৩১৮.১০ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়।
		উক্তরূপ আভযোগের প্রেক্ষিতে তৎকালান দুর্নীতি দমন ব্যুরো,পরিদর্শক জনাব আবু মোহাম্মদ আরিফ সিদ্দিকী প্রাথমিক অনুসন্ধান করিয়া অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় নিজে বাদী হইয়া কোতোয়ালী থানায় আসামীদের বিরুদ্ধে মামলার এজাহার দায়ের করেন।
		বাদীর লিখিত এজাহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাপ্ত হইয়া কোতোয়ালী থানার মামলা নং- ১৬, তারিখ-১৩/১০/৮৮ইং রুজু করেন এবং তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো, চট্টগ্রাম এর পরিদর্শক জনাব আবু মোহাম্মদ আরিফ সিদ্দিকী, পরিদর্শক জনাব শফিকুল ইসলাম ও দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা জনাব আবদুল আজিজ ভূইয়া তদন্ড় ক্রমে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আসামী ১) রিয়াদ সাবেদ, ২) আনছারুল হক, ৩) ইসহাক চৌধুরী, ৪) আবদুস সুকুর, ৫) মঈন উদ্দিন চৌধুরী, ৬) স্বপন কুমার ঘোষ, ৭) আবদুর নুর, ৮) জামাল উদ্দিন, মালিক, মেসার্স আলম ব্রাদার্স, ৯) কোরবান আলী, ১০) মোঃ আজিজুর রহমান, ১১) মোঃ শহিদুর রহমান, ও ১২) মোঃ হোসেন এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/ ৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭ক/১০৯ ও তৎসহ ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগপত্র দায়ের করে।
		মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হইলে সংশিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কর্তৃক মামলার নথি সিনিয়র স্পেশাল জজ, চট্টগ্রাম এর আদালতে প্রেরিত হয়। বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭ক/১০৯ ও তৎসহ ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ আমলে নেন। আসামী রিয়াদ সাবেদের বিরুদ্ধে মামলার কার্যক্রম মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক স্থগিত করায় আদেশ নং-২৯, তারিখ-১৯/৯/৯৫ইং মূলে তাহার বিরুদ্ধে মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত করেন। অতঃপর মামলা বিচার নিষ্পত্তির নিমিওে এই আদালতে প্রেরণ করেন। মামলাটি অত্র আদালতে আসার পর আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/ ৪৭৭ক/১০৯ ও তৎসহ ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয় এবং গঠিত অভিযোগ উপস্থিত আসামীদেরকে পাঠ করিয়া শুনানো হইলে তাহারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করতঃ বিচার প্রার্থনা করে। আসামী

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আবদুস সুকুর, আবদুর নূর, মঈন উদ্দিন চৌধুরী, স্বপন কুমার ঘোষ, জামাল উদ্দিন, কোরবান আলী, মোঃ আজিজুর রহমান, মোঃ শহিদুর রহমান, মোঃ হোসেন পলাতক থাকায় গঠিত অভিযোগ তাহাদেরকে পাঠ করিয়া শুনানো সম্ভব হয় নাই। আসামী রিয়াদ সাবেদের বিরুদ্ধে মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় নাই।

প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানার্থে মোট ০৭ জনকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করে এবং আসামীপক্ষ থেকে এই সাক্ষীগনকে জেরা করা হইয়াছে।

প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীগনের সাক্ষ্য সমাপনান্তে আসামী আনসারুল্ল হক ও মোঃ ইসহাক চৌধুরীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা হইলে তাহারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করতঃ বিচার প্রার্থনা করে এবং আসামী আনসারুল্ল হক পক্ষে একজন সাফাই সাক্ষী দিবে মর্মে জানায়। অতঃপর কাজী আবদুল মতিন, সাবেক ম্যানেজার, অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম কে সাফাই সাক্ষী হিসাবে পরীক্ষা করে। প্রসিকিউশন পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হইয়াছে। আসামী আবদুস সুকুর, আবদুর নূর, মঈন উদ্দিন চৌধুরী, স্বপন কুমার ঘোষ, জামাল উদ্দিন, কোরবান আলী, মোঃ আজিজুর রহমান, মোঃ শহিদুর রহমান, মোঃ হোসেন পলাতক থাকায় তাহাদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

বিবেচ্য বিষয়

১। অভিযোগে বর্নিত মতে আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে ভূয়া আমদানী সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে সি,আই,সাঁট আমদানীর নিমিত্তে অগ্রনী ব্যাংক, আসাদগঞ্জ শাখায় ১৫% মার্জিনে ঋনপত্র খুলিয়া সরকারীভাবে প্রতিটি পারমিটে মাত্র ০৫ মেঃ টন বরাদ্দের বিপরীতে ৫টি পারমিটের প্রতিটিতে ০৫ মেঃ টন এর পরিবর্তে ১০০ মেঃ টন বরাদ্দ দেখাইয়া এবং মেসার্স নূর টেডার্স এর অনুকূলে ০৫ মেঃ টন বরাদ্দ দেখাইয়া মোট ৫০৫ মেঃ টন সি,আই, শীট আমদানী পূর্বক আমদানীকৃত মালামাল খালাসের প্রাক্কালে জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ পাইলে আমদানীকৃত মালামাল বাজেয়াপ্ত করায় ব্যাংকের ৭৫,৫৭,৩১৮.১০ টাকার আর্থিক ক্ষতি করিয়া পেনাল কোডের ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭ক/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় অপরাধ করিয়াছে কিনা।

২। প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সক্ষম হইয়াছে কিনা।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ড়

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আলোচনার সুবিধার্থে বিবেচ্য বিষয় ২টি একত্রে লওয়া হইল। প্রথমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।
		ইতোপূর্বে উলে খ করা হইয়াছে যে, প্রসিকিউশন পক্ষ অভিযোগ প্রমানের জন্য মোট ০৭ জন সাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছে। সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা অভিযোগ কতদুর প্রমান হইয়াছে তাহা বিবেচনার জন্য নিম্নে সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা হইল।
		পি.ডবি উ-১ *আবু মোঃ আরিফ সিদ্দিকী, জেলা দূর্নীতি দমন কর্মকর্তা, বগুড়া তাহার জবানবন্দিতে বলেন, চট্টগ্রাম ডিএবিতে কর্মরত থাকাকালে বিগত ১৩/১০/৮৮ইং তারিখে আসামী স্বপন কুমার ঘোষ গং এর বিরুদ্ধে কোতোয়ালী থানা চট্টগ্রামে নিজে বাদী হইয়া এই মামলা দায়ের করেন। সেই এজাহার প্রদঃ-১ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ-১/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়। অনুসন্ধানকালে প্রাপ্ত রেকর্ডে দেখা যায় বিদেশ থেকে ৫০৫ মেঃ টন সি,আই, সীট আমদানী কালে মেসার্স নূর ট্রেডার্স নামে অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখার পক্ষে অগ্রনী ব্যাংক আসাদগঞ্জ শাখার ঋনপত্র নং-১/১০৭৪/২০৭৮- ৮/১২২/৮৬, তারিখ-১৫মে৫/৮৬ইং মূলে ৫০% মার্জিনে ২লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৭০ মার্কিন ডলার সম মূল্যের বাংলাদেশী টাকা ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার ঋন পত্র খোলা হয়। উক্ত ঋন পত্রের বিপরীতে ৬টি পাশ বই ব্যবহৃত হয়। ঋন (ছেড়া) যে সকল পাশ বই ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রত্যেকের বিপরীতে ৫মেঃ টন বরাদ্দ ছিল। আসামীগন প্রতরনা মূলক ভাবে ৫টি পাশ বইয়ের বিপরীতে ১০০ মেঃ টন বরাদ্দ দেখায় এবং নূর টেডার্স নামে মাত্র ৫মেঃ টন সাকুল্যে ৫০৫ মেঃ টন আমাদানীকালে অগ্রনী ব্যাংকে মোট ৭৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩১৮ টাকা আত্নসাৎ করে। ডিএবি প্রাপ্ত অভিযোগ নম্বর ৩৪২/৮৭ অনুসন্ধানকালে দেখা যায় অগ্রনী ব্যাংক মনোহরপুর কুমিলা থেকে পাশ বই ও সংশিষ্ট পারমিট অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখায় প্রেরন করা হয়। অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখায় অগ্রনী ব্যাংক আসাদগঞ্জ শাখার এই ঋন পত্রটি খোলে। ঋন পত্রের সংশিষ্ট রেকর্ড পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে খাতুনগঞ্জ শাখার সিডি ৫৫০৫ তারিখ ১৫/৫/৮৬ একই নম্বরে ২টি হিসাব অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখায় চালু করা হইয়াছিল। হিসাব খোলার ফরম, নমুনা স্বাক্ষর কার্ডে মেসার্স নূর মোহাম্মদ এর মালিকানা স্বও উলে খ করা হয় নাই। সনাক্তকারী হিসাবে নূর মোহামম্দ এর নাম উলে খ আছে। আসামী আঃ শুকুর এই হিসাব চালু করার ব্যবস্থা করে অনুমোদনকারী ব্যাংক কর্মকর্তা হিসাবে সনাক্ত করে। উক্ত হিসাবে পরিচয়দানকারী হিসাবে আসামী স্বপন কুমার ঘোষ অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখার চলতি হিসাব নং ৪৪৫ এর মালিক ও ঋনপত্র নং- ১২২/৮৬ তারিখ- ১৫/৫/৮৬ এর গ্রারান্টার। অন্য একটি একাউন্ট খোলার ফরমে মোঃ আঃ নূর নামক ব্যক্তি মেসার্স নূর ট্রেডার্সের মালিক হিসাবে সনাক্ত করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে মেসার্স নূর ট্রেডার্সের সীল ব্যবহার করা হয়। উক্ত একাউন্ট নম্বর ৫৫০৫ যার একই ব্যক্তি অনুমোদনকারী।*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রেজিঃ পর্যালোচনায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় মেসার্স নূর ট্রেডার্স অগ্রনী ব্যাংক মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লা ২৭/৩/৮ (ছেড়া) ইং তারিখে মেসার্স নূর ট্রেডার্সের নামে চলতি হিসাব নং-৪০২৮ চালু করেন। ১৪/৫/৮ (ছেড়া) ইং তারিখে ঋন পত্র খোলার জন্য আবেদন করা হয়। ১৫/৫/৮৬ইং তারিখে অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখায় ঋন পত্রের আবেদন প্রেরনের অনুরোধ করা হইলে হাতে হাতে উক্ত আবেদন সহ সংশিষ্ট রেকর্ড খাতুনগঞ্জ শাখায় পৌঁছানো হয়। ১৫/৫/৮৬ইং তারিখে অগ্রনী ব্যাংক মনোহরপুর শাখার সিনিয়র অফিসার ঋনপত্র খোলার সুপারিশ করার পর একই তারিখে ঋনপত্র খোলা হয়। অগ্রনী ব্যাংক মনোহরপুর শাখা বৈদেশিক বিভাগের অফিসার আঃ মতিন এই ঋনপত্র খোলার ব্যাপারে সর্বাত্নক সহযোগীতা করে। কিন্তু আমদানীকারকের ব্যবসায়িক অবস্থা সংশিষ্ট রেকর্ডপত্রের সত্যতা সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ না করিয়া সর্বোচ্চ দ্রুততার সাথে এই ঋনপত্র খোলে এবং বেআইনী ভাবে ৫০৫ মেঃ টন সি আই সীট আমদানী করে। অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখার ম্যানেজার আনছারুল হক ২৫/৫/৮৬ইং তারিখে উহা অনুমোদন করে। আসামী স্বপন কুমার এই ঋন পত্রের গ্রারান্টার এবং অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখা থেকে মোট ৪ কোটি ১১ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭০ টাকার defaulter থাকা সত্ত্বেও গ্যারান্টার হিসাবে তাহার কোন দায়বদ্ধতা নাই মর্মে দেখানো হইয়াছে। ব্যাংকের বিধি অনুযায়ী আমদানীকারক ও গ্রারান্টারের ব্যাংকের সাথে সন্তোষজনক লেনদেন এর উপর ভিত্তি করিয়া ঋনপত্র খোলা হয়। কিন্তু মাত্র ৫০০/=টাকা জমা থাকা অবস্থায় ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার ঋনপত্র খোলা হইয়াছিল। ঋন পত্রের শর্ত অনুযায়ী ১৫% মার্জিন থাকার কথা। কিন্তু ঋনপত্র খোলার সময় কোন টাকা মার্জিন হিসাবে রাখা হয় নাই। ৩১/৫/৮৬ইং তারিখে অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখার মার্জিন হিসাবে দেখাইয়াছে। অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখা হিসাবে গোজামিল দিয়ে ক্যাশ ইনচার্জ ও ক্যাশিয়ার যথাক্রমে আঃ শুকুর ও মইন উদ্দিন চৌধুরী এই মার্জিনের হিসাব লিপিবদ্ধ করে। ১৫/৫/৮৬ইং তারিখে সাবেক ম্যানেজার আনসারুল হক পত্র নং-এ,এইচ/৪৩৯/৮৬ মূলে অগ্রনী ব্যাংক আসাদগঞ্জ শাখাকে তহবিল সংগ্রহের সুপারিশ করিয়া আমদানীকৃত পন্য দেশে পৌঁছানোর পর ৩/৭/৮৬ইং কে বর্ধিত করিয়া ৩১/৭/৮৬ইং করা হয়। এল,সি ডকুমেন্ট অগ্রনী ব্যাংক আসাদগঞ্জ শাখায় পৌছালে ১১/১০/৮৬ইং তারিখ মেসার্স নূর ট্রেডার্সের মালিক উক্ত মাল খালাস করার জন্য আসাদগঞ্জ শাখাকে অনুরোধ করে। ১৬/১০/৮৬ইং তারিখে ম্যানেজার খাতুনগঞ্জ শাখা আসামী এ,এইচ, বাকী সি,এন্ড, এফ এর এজেন্টকে ডকুমেন্ট হস্তান্তর করার জন্য অনুরোধ করে। উক্ত বাকী প্রতারনামূলক ভাবে আমদানীকৃত মাল খালাসের জন্য শুল্ক বিভাগে ডকুমেন্ট দাখিল করে। আসামী বাকী আসামী স্বপন কুমারের ব্যবসায়িক পার্টনার ছিল। সরকারের ৭৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩১৮টাকা আত্নসাৎ করার দায়ে অত্র মামলা দায়ের করেন।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জেরায় অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন শাখা ছিল না মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে বলেন যে, অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন শাখা নাই। ১৫/৫/৮৬ইং তারিখে আসাদগঞ্জ শাখা থেকে এল,সি খোলা হয়। ২৫/৫/৮৬ইং তারিখে আসামী আনসারুল ২৫/৫/৮৬ইং তারিখে আসামী আনসারুল হকের নোটটি দাখিল করেন নাই। হককে নোটের মাধ্যমে এল, সি অনুমোদন করিয়াছেন একথা এজাহারে বলা আছে। তিনি ২০/৫/৮৬ইং তারিখে টেলেক্সের মাধ্যমে এল,সি এর সত্যতা যাচাই করা হইয়াছিল এই বিষয়টি তদন্তে পাইয়াছেন। ২১/৫/৮৬ইং তারিখে এল, সি এর কাগজাদির সত্যতা যাচাই এর জন্য খাতুনগঞ্জ শাখা থেকে আসাদগঞ্জ শাখায় প্রেরন করা হয় তাহা তদন্তে পাইয়াছেন। তিনি ২১/৫/৮৬ইং তারিখের পত্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে ১৫/৫/৮৬ইং তারিখের পত্র বলিয়া উলে খ করিয়াছেন মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। আনসারুল হক টাকা আত্মসাৎ এর সাথে জড়িত নয় মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। সঠিকভাবে তদন্ত করেন নাই মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। কুমিলা মনোহরপুর শাখা এবং সি,সি,আই এর জালিয়াতি তাহারা খাতুনগঞ্জ শাখার ব্যাংক কর্মকর্তাদের উপর চাপিয়ে দিয়াছেন মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। এই আসামীরা ০৫ মেঃ টন এর স্থলে ১০০ মেঃ টন টিন সন্নিবেশিত করার মাধ্যমে জাল জালিয়াতি করে নাই এবং আসামীরা টাকা আত্মসাৎ এর সাথে জড়িত নয় মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। এই আসামীরা ৭৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩১৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি করে নাই মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। ***পি,ডবি উ-২** তোফায়েল আহমদ, ব্যবস্থাপক, অগ্রনী ব্যাংক, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লা তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার সময় অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখায় কর্মরত ছিলেন। ১৫/৫/৮৬ইং তারিখে নূর টেডার্স এর প্রোপাইটর আব্দুন নূর উক্ত শাখার মাধ্যমে সি,আই শীট আমদানীর জন্য একটি এল,সি খোলেন। সি, আই সীটের পরিমান ছিল ৩০ টন। কিন্তু আমদানীকারক ও ব্যাংকের অন্যান্য কর্মচারীদের যোগসাজসে ৫০৫ টন মাল আমদানী করে। কাষ্টম কর্তৃপক্ষ উক্ত ঘটনার পরে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা চায়। ইহাতে অগ্রনী ব্যাংক সেন্ট্রাল জোনের এ,জি,এম আশারাফ উল করিম তদন্ত করেন এবং উক্ত তদন্তের প্রেক্ষিতে আসামীদের সহায়তা ও যোগসাজস প্রমানিত হয়। পরে তিনি নিজে একটি অভিযোগ দাখিল করেন চট্টগ্রাম দুর্নীতি দমন ব্যুরোতে। উক্ত অভিযোগ প্রদঃ-২ এবং সেখানে তাহার স্বাক্ষর প্রদঃ-২/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়।* *জেরায় আসামীরা কোন প্রতারনামূলক কাজ করিয়া টাকা আত্মসাৎ করে নাই*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করেন মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন।
		পি,ডবি উ-৩ *আবদুল খালেক, প্রিন্সিপাল অফিসার, অগ্রনী ব্যাংক, আগ্রাবাদ শাখা, চট্টগ্রাম তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার সময় অগ্রনী ব্যাংক, আসাদগঞ্জ শাখায় কর্মরত ছিলেন। ১৫/৫/৮৬ইং তারিখে নূর ট্রেডার্সের নামে একটি এল,সি খোলা হয়। ১১/৬/৮৭ইং তারিখে এল, সি গুলোর পাশ বুক পাঠানোর সময় তাহাকে এল,সি নম্বর এন্ট্রি করার বলা হয়। পরে তিনি পাশ বইগুলোতে এল,সি নম্বরগুলো এন্ট্রি করেন। বিভাগীয় তদন্তে তিনি পাশ বইতে এল,সি নম্বর এন্ট্রি করেন মর্মে জানাইয়াছেন।*
		আসামীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।
		পি.ডবি উ-৪ *মোঃ আতাউর রহমান, ভাইস প্রেসিডেন্ট, আই,এফ, আই,সি ব্যাংক, আঞ্চলিক অফিস, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার সময় অগ্রনী ব্যাংক, মনোহরপুর শাখা, কুমিল ায় কর্মরত ছিলেন। সি,ডি একাউন্ট নম্বর ৩৯৫৪ হইতে ৩৯৫৮ পর্যন্ড় গত ২১/১/৮৬ইং তারিখে খোলা হয় এবং উক্ত একাউন্ট তাহার দায়িত্বে থাকিয়া খোরশেদ আলম ভূইয়া open করেন। রিয়াজ সাহেব বৈদেশিক বানিজ্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন এবং তিনি তাহা deal করিতেন। তাহার ছুটিতে থাকার অনুমোদনপত্র প্রদঃ-৩, অফিস অর্ডার তারিখ ১৫/৮/৮৫ প্রদঃ-৪ হিসাবে চিহ্নিত হয়।*
		আসামীপক্ষ থেকে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।
		পি.ডবি উ-৫ *খোরশেদ আলম ভূইয়া, প্রিন্সিপাল অফিসার (অবঃ) তাহার জবানবন্দিতে বলেন, ঘটনার সময় অগ্রনী ব্যাংক, মোহাম্মদপুর শাখা, কুমিল াতে কর্মরত ছিলেন। তাহার দায়িত্বের সময় রিয়াজ সাহেব কিছু একাউন্টস খোলেন। পরে কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে। এল,সি তে রিয়াজ সাহেব নিজ দায়িত্বে সই করিতেন।*
		আসামীপক্ষ থেকে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।
		পি,ডবি উ-৬ *মোঃ সফিকুল ইসলাম, দুর্নীতি দমন অফিসার তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি অত্র মামলার তদন্ত গ্রহন করেন। মামলার তদন্ড়কালে সাক্ষীদের ও আসামীদের বক্তব্য গ্রহন করেন এবং সাবেক তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দকৃত আলামত পর্যালোচনা করেন। মামলার তদন্ড়কালে প্রাপ্ত তথ্যাবলীতে প্রমান পান যে, আব্দুন নূর, মালিক মেসার্স নূর টেডাস বিগত ২৭/৩/৮৬ইং তারিখে অগ্রনী ব্যাংক, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লা হিসাব নং-৪০২৮ খোলেন। উক্ত হিসাবের বরাবরে সি,আই, শীট আমদানী করার নিমিত্তে এবং এল,সি খোলার জন্য মোট ৬ জন আমদানী কারকের আই, আর,সি এবং আই, আর, সি এর বিপরীতে সি,আই,সাঁট আমদানীর বরাদ্দপত্র এবং আমদানীকারকদের দলনেতা হিসাবে আব্দুন নূর এল, সি.এ*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ফরমের জন্য আবেদন করেন। এল,সি,এ ফরম সরবরাহ করা হয়। আমদানীকারকগন এল,সি এ ফরম পূরন পূর্বক ব্যাংকে দাখিল করে। অগ্রনী ব্যাংক, মনোহরপুর শাখা, কুমিলা এর ম্যানেজার মুছাব্বের, সিঃ অফিসার, রিয়াজ ছাবের ও সিঃ অফিসার আঃ মতিন আই,আর,সি, পারমিট ও এল,সি,এ ফরম এর তথ্যাদি যাচাই না করিয়া সকল রেকর্ডপত্রাদি এল,সি খুলার জন্য অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখায় প্রেরন করেন। মোট ৬ জন আমদানীকারকের মধ্যে মেসার্স আলম ব্রাদার্স এন্ড কোং ও পারভীন অটোমোবাইলস এর আই, আর, সি ভূয়া ছিল। অপর ৪টি আই,আর,সি এর মধ্যে ৩টিতে এম্বুস সিল ছিল না। সি,আই সীট পারমিট গুলির মধ্যে মেসার্স নূর এর পারমিটের পরিমান ৫.০০ মেঃ টন ঠিক রাখিয়া অপর পারমিট গুলির বরাদ্দ পরিমান জালিয়াতি করিয়া ১০০.০০মেঃ টন করা হয়। ব্যাংকের বিধিমালা মোতাবেক এল,সি,এ ফরম ব্যাংক ম্যানেজারের নিকট স্বাক্ষর করিতে হয়। এল, সি,এ ফরম পর্যালোচনায় দেখা যায় মেসার্স হোসেন এন্ড ব্রাদার্স এর মালিক মোঃ হোসেনের পরিবর্তে আবুল হোসেন স্বাক্ষর করিয়াছে। অনুরূপ ভাবে মেসার্স আজিজ এন্ড ব্রাদার্স এর মালিক আজিজুর রহমানের পরিবর্তে আঃ আজিজ স্বাক্ষর করিয়াছে। উলে খিত কারচুপি ও জাল জালিয়াতি সত্ত্বেও অগ্রনী ব্যাংক মনোহরপুর শাখার কর্মকর্তাগন সকল রেকর্ডপত্রে সঠিকতা প্রত্যয়নপত্র প্রদান পূর্বক অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখাকে এল,সি খোলার অনুরোধ করেন। এল,সি খোলার যাবতীয় রেকর্ডপত্রাদি ব্যাংকের বিশেষ বাহক মারফত প্রেরনের নির্দেশ থাকিলেও অগ্রনী ব্যাংক, মনোহরপুর শাখা আমদানী কারক এম,এ, নূরের মাধ্যমে কাগজপত্র অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখায় প্রেরন করেন। অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখার সাবেক ম্যানেজার আনসারুল হক, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন শাখার কর্মকর্তা ইছাহাক চৌধুরী, ক্যাশিয়ার মইন উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রনকারী আঃ আজিজ তাহারা প্রাপ্ত রেকর্ডপত্রের সঠিকতা যাচাই না করিয়া ঋনপত্র খোলেন। ঋনপত্র মোতাবেক ৫০৫ মেঃ টন সি, আই, শীট চট্টগ্রাম বন্দরে আনা হয়। মালামাল খালাসের প্রাক্কালে আর,আই,সি ও পারমিট সমুহে জাল জালিয়াতি প্রকাশ হইয়া পড়ায় মালামাল আর খালাস করা সম্ভব হয় নাই। মালামাল নিলামে বিক্রি হওয়ায় ব্যাংকের ৭০,৪০,০০০/= টাকা ক্ষতি হয়। তিনি অভিযোগপত্র দাখিলের সুপারিশে সাক্ষ্য স্মারক লিপি দাখিল করেন। অভিযোগপত্র দাখিলের সরকারী মঞ্জুরী পাওয়ার পূর্বেই তিনি অন্যত্র বদলী হইয়া যান। পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন অফিসার জনাব আঃ আজিজ ভূয়া সরকারী মঞ্জুরী প্রাপ্ত হইয়া আসামীদের বিরুদ্ধে অত্র মামলার অভিযোগপত্র দায়ের করেন। তিনি তাহার হাতের লেখা চিনেন। অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর জনাব আবদুল আজিজ ভূইয়ার।
		জেরায় সাক্ষী বলেন, অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখা আসাদগঞ্জ শাখা হইতে অনুমোদন লইয়া এল,সি খোলেন। জাল জালিয়াতির প্রারম্ভিক বিষয় অগ্রনী ব্যাংক,

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		মনোহরপুর শাখা কুমিল্লায় সংঘটিত হয়। খাতুনগঞ্জ শাখা এল,সি সংক্রান্ত বিষয়ে ভেরিফাই করার জন্য মনোহরপুর শাখায় প্রেরন ক্রমে ভেরিফাই করেন। এল,সি,এ ফরমে আমদানী কারক ও পারমিটের আমদানীকারক এর নাম এর সঠিকতা ছিল না। পারমিট প্রেরনের নিয়ম ছিল না মর্মে আসামীপক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। সাক্ষী স্বীকার করেন যে, এল,সি open করার জন্য প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হয়। ডি,জি,এম ১০/৮/৮৬ ইং তারিখে মঞ্জুর করেন। আনছারুল হক ১০/৭/৮৬ইং তারিখে বদলী হওয়ার পর পরবর্তী ম্যানেজার নেছার আহমদ ফরোয়ার্ডিং সহ ডি,জি,এম এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরনের পর প্রধান কার্যালয় মঞ্জুরী দেয় মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। আসাদগঞ্জ শাখা হইতে খাতুনগঞ্জ শাখার মালিকানায় এল, সি খুলা হয়। খাতুনগঞ্জ শাখায় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রন শাখা নামে কোন শাখা না থাকা সঠিক নহে মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। খাতুনগঞ্জ শাখা যাচাই সঠিকভাবে করিয়াছে মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন। খাতুনগঞ্জ শাখার কর্মকর্তাগন এল, সি, সংক্রান্ড় কাগজ সঠিকভাবে যাচাই করিলে কথিত জাল জালিয়াতি সংঘটিত হইতে পারিত না। আসামীদ্বয় কথিত ক্ষতির জন্য কোনভাবে দায়ী নহেন মর্মে আসামীপক্ষের প্রদও সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন।
		পি,ডবি উ-৭ আনোয়ারুল হক, ম্যানেজার, অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি আদালতের তলবের প্রেক্ষিতে এই মামলার বিগত ২৩/৮/৮৭ইং এবং ২৬/৭/৮৭ ইং তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দকৃত- ১) জনাব সায়েদুল হক, প্রিন্সিপাল অফিসার বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন (প্রদঃ-৫), ২) এল,সি নং-WRS/১০৭৪/২৭৮, তারিখ-১৫/৫/১৯৮৬, ৩) ইনভয়েস নং- CS ৮৭০৩-A তারিখ-০৬/৮/১৯৮৬, ৪) প্যাকিং লিষ্ট, ওয়েট লিষ্ট-৫টি, বি,এল ১ পাতা, ইনভয়েস-৬৭ পাতা, ৫) আমদানী পাস বই সহ হিসাব লেজার ফরম যাহা প্রদঃ-৬ সিরিজ হিসাবে চিহ্নিত হয় দাখিল করেন।
		আসামীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।
		প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য সমাপনান্তে আসামী আনসারুল হক পক্ষে একজন সাফাই সাক্ষী পরীক্ষা করা হয়। উক্ত সাফাই সাক্ষী কাজী আবদুল মতিন, প্রাক্তন ম্যানেজার, অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম তাহার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখায় ০৯/৯/৯৩ইং থেকে ৫/৬/৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত এস,পিও/ব্যবস্থাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত সময়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর দায়েরকৃত বিচারাধীন মামলার কাগজাদি তাহার জিম্মায় ছিল। উক্ত সময়ে শুধু জাল জালিয়াতির মাধ্যমে উক্ত শাখার বিভিন্ন হিসাবে ভূয়া জমা সৃষ্টি করা হয়। তাহার

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

শাখার ক্যাশিয়ার মইনউদ্দিন, সিডি ইনচার্জ আবদুস শুকুর ও দিনান্ড্রর লেজার চেকিং কর্মকর্তা এবং যাহার নামে হিসাব খোলা হইয়াছে তিনি অর্থ্যাৎ বিভূতি ভূষন ভূয়া হিসাব খোলার সাথে জড়িত।

দুদক পক্ষে জেরায় সাক্ষী বলেন, তিনি ব্যাংক কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন বিভাগীয় ব্যবস্থা নেননি। তিনি আসামীদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন মর্মে প্রসিকিউশন পক্ষের প্রদত্ত সাজেশন সাক্ষী অস্বীকার করেন।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল আসামীগন পরস্পর যোগসাজসে ভূয়া আমদানী সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে সি,আই, সীট আমদানীর নিমিত্তে অগ্রনী ব্যাংক, আসাদগঞ্জ শাখায় ১৫% মার্জিনে ঋনপত্র খুলিয়া সরকারীভাবে প্রতিটি পারমিটে মাত্র ০৫ মেঃ টন বরাদ্দের বিপরীতে ৫টি পারমিটের প্রতিটিতে ০৫ মেঃ টন এর পরিবর্তে ১০০ মেঃ টন বরাদ্দ দেখাইয়া এবং মেসার্স নূর টেডার্স এর অনুকূলে ০৫ মেঃ টন বরাদ্দ দেখাইয়া মোট ৫০৫ মেঃ টন সি,আই, শীট আমদানী পূর্বক আমদানীকৃত মালামাল খালাসের প্রাক্কালে জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ পাইলে আমদানীকৃত মালামাল বাজেয়াপ্ত করায় ব্যাংকের ৭৫,৫৭,৩১৮.১০ টাকার আর্থিক ক্ষতি করিয়াছে। উক্ত অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহ প্রদর্শনী চিহ্নিত মতে দাখিলি কাগজাদি পর্যালোচনা করা হইল। সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পি, ডব্লিউ-১ সাক্ষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন বিদেশ থেকে ৫০৫ মেঃ টন সি,আই, সীট আমদানী কালে মেসার্স নূর ট্রেডার্স নামে অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখার পক্ষে অগ্রনী ব্যাংক আসাদগঞ্জ শাখার ঋনপত্র নং-১/১০৭৪/২০৭৮-৮/১২২/৮৬, তারিখ-১৫মে৫/৮৬ইং মূলে ৫০% মার্জিনে ২লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৭০ মার্কিন ডলার সম মূল্যের বাংলাদেশী টাকা ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার ঋন পত্র খোলা হয়। উক্ত খান পত্রের বিপরীতে ৬টি পাশ বই ব্যবহৃত হয়। ঋনপত্রের বিপরীতে যে সকল পাশ বই ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রত্যেকের বিপরীতে ৫মেঃ টন বরাদ্দ ছিল। আসামীগন প্রতরনা মূলক ভাবে ৫টি পাশ বইয়ের বিপরীতে ১০০ মেঃ টন বরাদ্দ দেখায় এবং নূর টেডার্স নামে মাত্র ৫মেঃ টন সাকুল্যে ৫০৫ মেঃ টন আমাদানীকালে অগ্রনী ব্যাংকে মোট ৭৫ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩১৮ টাকা আত্মসাৎ করে। অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখায় এই ঋন পত্রটি খোলে। মেসার্স নূর ট্রেডার্স এই ঋনপত্র খোলে এবং বেআইনী ভাবে ৫০৫ মেঃ টন সি আই সীট আমদানী করে। অগ্রনী ব্যাংক খাতুনগঞ্জ শাখার ম্যানেজার আনছারুল্ল হক ২৫/৫/৮৬ইং তারিখে উহা অনুমোদন করে। আসামী স্বপন কুমার এই ঋন পত্রের গ্রারান্টার। ব্যাংকের বিধি অনুযায়ী আমদানীকারক ও গ্রারান্টারের ব্যাংকের সাথে সন্দেহজনক লেনদেন এর উপর ভিত্তি করিয়া ঋনপত্র খোলা হয়। কিন্তু মাত্র ৫০০/=টাকা জমা থাকা অবস্থায় ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার ঋনপত্র খোলা হইয়াছিল। ঋন পত্রের শর্ত অনুযায়ী ১৫% মার্জিন থাকার কথা। কিন্তু ঋনপত্র খোলার সময় কোন টাকা মার্জিন

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হিসাবে রাখা হয় নাই। পি, ডব্লিউ-২ সাক্ষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন ১৫/৫/৮৬ইং তারিখে নূর টেডার্স এর প্রোপাইটর আব্দুন নূর উক্ত শাখার মাধ্যমে সি,আই শীট আমদানীর জন্য একটি এল,সি খোলেন। সি, আই সীটের পরিমান ছিল ৩০ টন। কিন্তু আমদানীকারক ও ব্যাংকের অন্যান্য কর্মচারীদের যোগসাজসে ৫০৫ টন মাল আমদানী করে। পি, ডব্লিউ-৬ সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন মেসার্স নূর টের্ডাস এর মালিক আবদুর নূর বিগত ২৭/৩/৮৬ইং তারিখে অগ্রনী ব্যাংক, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লায় সি,আই, শীট আমদানী করার নিমিত্তে এবং এল,সি খোলার জন্য মোট ৬ জন আমদানীকারকের আই, আর, সি এবং আই,আর,সি এর বিপরীতে সি,আই, সীট আমদানীর বরাদ্দপত্র দাখিল করেন। উক্ত আমদানীকারকের মধ্যে মেসার্স আলম ব্রাদার্স এন্ড কোং ও পারভীন অটোমোবাইলস এর আই,আর,সি ভূয়া ছিল। অপর ৪টি আই,আর,সি এর মধ্যে ৩টিতে এস্মুস সিল ছিল না। সি,আই সীট পারমিট গুলির মধ্যে মেসার্স নূর এর পারমিটের পরিমান ৫.০০মেঃ টন ঠিক রাখিয়া অপর পারমিট গুলির বরাদ্দ পরিমান জালিয়াতি করিয়া ১০০.০০ মেঃ টন করা হয়। ব্যাংকের বিধিমালা মোতাবেক এল,সি,এ ফরম ব্যাংক ম্যানেজারের নিকট স্বাক্ষর করিতে হয়। এল, সি,এ ফরম পর্যালোচনায় দেখা যায় মেসার্স হোসেন এন্ড ব্রাদার্স এর মালিক মোঃ হোসেনের পরিবর্তে আবুল হোসেন স্বাক্ষর করিয়াছে। অনুরূপভাবে মেসার্স আজিজ এন্ড ব্রাদার্স এর মালিক আজিজুর রহমানের পরিবর্তে আঃ আজিজ স্বাক্ষর করিয়াছে। প্রদঃ-০৬ সিরিজ অর্থ্যাৎ টি,আই, শীট আমদানীর ঋনপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় মিটসুই এন্ড কোং লিঃ, টকিও জাপান থেকে টি, আই, শীট আমদানীর নিমিত্তে অগ্রণী ব্যাংক, আসাদগঞ্জ শাখায় মেসার্স নূর ট্রেডার্সের নামে ঋনপত্র নং-১০৭৪/২৭৮-৮/১২৩/৮৬, তারিখ-১৫/৫/৮৬ইং মূলে ১৫% মার্জিনে ২লক্ষ ৪৯ হাজার ৪৭০ মার্কিন ডলার সম মূল্যের বাংলাদেশী টাকা ৭০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার ঋন পত্র খোলা হয়। উক্ত ঋন পত্রের বিপরীতে ব্যবহৃত পারমিট (প্রদঃ-৬ সিরিজ) পর্যালোচনায় দেখা যায় ৫টি পারমিটের প্রতিটিতে ১০০ মেঃ টন বরাদ্দ দেখানো হইয়াছে এবং মেসার্স নূর ট্রেডার্সের অনুকূলে ০৫ মেঃ টন বরাদ্দ দেখানো হইয়াছে। অথচ উক্ত পারমিট সমূহের প্রতিটিতে সরকারীভাবে মাত্র ০৫ মেঃ টন আমদানী করার জন্য বরাদ্দ ছিল। অসামীগন পরস্পর যোগসাজসে প্রতিটি পারমিটে ০৫ মেঃ টন বরাদ্দের স্থলে ১০০ মেঃ টন বরাদ্দ দেখাইয়া মালামাল আমদানী করিয়াছে। উক্ত জালিয়াতির ঘটনা সংক্রান্তে অগ্রনী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক তদন্ত ক্রমে ঘটনার সহিত জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করে যাহা অত্র মামলায় প্রদর্শনী-৫ অর্থ্যাৎ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। উক্ত তদন্তপ্রতিবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে। "এ.আই,পি ঋনের বিপরীতে ওয়েজ আরনার্সের অধীনে আসাদগঞ্জ চট্টগ্রাম শাখার মাধ্যমে ২,৪৯,৪৭০/= আমেরিকান ডলারের ৫০৫ মেঃ টন ঢেউ টিন জপান

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইতে আমদানী করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ছাড়াই আমদানী ঋনপত্র নং ওয়েজ/১০৭৪/২৭৮/৩/কেজি/১২২/৮৬. তারিখ-১৫/৫/৮৬ই খোলা হইয়াছিল। মেসার্স নুর ট্রেডার্সের নেতৃত্বে ছয় জন আমদানীকারক যথাক্রমে ১) মেসার্স নূর ট্রেডার্স, ২) মেসার্স আলম ব্রাদার্স এন্ড কোং, ৩) মেসার্স পারভীন অটোমোবাইলস, ৪) মেসার্স আজিজ ব্রাদার্স, ৫) মেসার্স রহমান এন্ড কোং, ৬) মেসার্স হোসেন ব্রাদার্স এর মধ্যে মেসার্স আলম এন্ড ব্রাদার্স এবং মেসার্স পারভীন অটোমোবাইলস এর আই,আর,সি এবং পাস বই ভূয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আমদানী ঋনপত্রটি খোলার সময় আসাদগঞ্জ শাখা তাহাদের দায় দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করে নাই। যেমন ঋন পত্র খোলার আগে আই,আর,সি/ পাশ বই এর যথার্থতা পরীক্ষা করে নাই। ৫টি পাশ বইয়ে আমদানী ও রপ্তানী পরিদপ্তরের নিরাপত্তা মোহর ছিল কিনা তাহা পরীক্ষা করে নাই। দ্বিতীয়ত ২টি পাশ বইয়ে ইস্যু তারিখের গোলমাল ছিল যাহা ঋন পত্র খোলার অনেক পরের তারিখ ছিল, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন অবস্থাতেই ঋন পত্র খোলা যায় না। পাশ বইগুলি পরীক্ষকালে দেখা যায় প্রতিটি পাশ বইয়ের অনুকূলে এল,সি অথরাইজেশন ইস্যু করা হইয়াছে ২০/১/৮৬ইং তারিখে। অপরদিকে এই সব আমদানীকারকের নামে শাখায় হিসাব খোলা হয় ২১/১/৮৬ইং তারিখে। অর্থ্যাৎ পাশ বইয়ে ব্রাদার্স এন্ড কোং, ৩) মেসার্স পারভীন অটোমোবাইলস, ৪) মেসার্স আজিজ ব্রাদার্স, ৫) মেসার্স রহমান এন্ড কোং, ৬) মেসার্স হোসেন ব্রাদার্স এর মধ্যে মেসার্স আলম এন্ড ব্রাদার্স এবং মেসার্স পারভীন অটোমোবাইলস এর আই,আর,সি এবং পাস বই ভূয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আমদানী ঋনপত্রটি খোলার সময় আসাদগঞ্জ শাখা তাহাদের দায় দায়িত্ব পুরাপুরি পালন করে নাই। যেমন ঋন পত্র খোলার আগে আই,আর,সি/ পাশ বই এর যথার্থতা পরীক্ষা করে নাই। ৫টি পাশ বইয়ে আমদানী ও রপ্তানী পরিদপ্তরের নিরাপত্তা মোহর ছিল কিনা তাহা পরীক্ষা করে নাই। দ্বিতীয়ত ২টি পাশ বইয়ে ইস্যু তারিখের গোলমাল ছিল যাহা ঋন পত্র খোলার অনেক পরের তারিখ ছিল, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন অবস্থাতেই ঋন পত্র খোলা যায় না। পাশ বইগুলি পরীক্ষকালে দেখা যায় প্রতিটি পাশ বইয়ের অনুকূলে এল,সি অথরাইজেশন ইস্যু করা হইয়াছে ২০/১/৮৬ইং তারিখে। অপরদিকে এই সব আমদানীকারকের নামে শাখায় হিসাব খোলা হয় ২১/১/৮৬ইং তারিখে। অর্থ্যাৎ পাশ বইয়ে বর্নিত তারিখের এবং এল, সি অথরাইজেশন ইস্যু করার পরে যাহা প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থি। উপরন্তু খাতুনগঞ্জ শাখায় মেসার্স নুর ট্রেডার্সের নামে ৫৫০৫ নং চলতি হিসাব খোলার সময় পরিচয়দানকারী হিসাবে আসামী স্বপন কুমার ঘোষ স্বাক্ষর করে।" ব্যাংকের উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন (প্রদঃ ৫) সহ সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় বিদেশ থেকে সি,আই, শীট আমদানী করার নিমিওে আমদানীকারকদের দলনেতা হিসাবে মেসার্স নূর ট্রেডার্সের মালিক আসামী আবদুর নুর বিগত

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		২৭/৩/৮৬ইং তারিখে অগ্রনী ব্যাংক, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লায় ৪০২৮ নং হিসাব খোলেন এবং এল,সি খোলার জন্য ৬ জন আমদানী কারক যথাক্রমে ১) মেসার্স নূর ট্রেডার্স, ২) মেসার্স আলম ব্রাদার্স এন্ড কোং, ৩) মেসার্স পারভীন অটোমোবাইলস, ৪) মেসার্স আজিজ ব্রাদার্স, ৫) মেসার্স রহমান এন্ড কোং, ৬) মেসার্স হোসেন ব্রাদার্স এর আই,আর,সি এবং আই, আর, সি এর বিপরীতে সি.আই. সীট আমদানীর বরাদ্দপত্র ব্যাংকে দাখিল করে যাহার মধ্যে মেসার্স আলম ব্রাদার্স এন্ড কোঃ ও মেসার্স পারভীন অটোমোবাইলস এর আই,আর,সি ছিল ভূয়া। অপর ৪টি আই, আর, সি এর মধ্যে ৩টিতে এম্বুস সিল ছিল না। সি.আই সীট পারমিট গুলিতে সরকারী বরাদ্দ ছিল ০৫ মেঃ টন। তন্মধ্যে মেসার্স নূর ট্রেডার্স এর পারমিটের পরিমান ৫.০০ মেঃ টন ঠিক রাখিয়া অপর পারমিট গুলির বরাদ্দের পরিমান জালিয়াতি করিয়া ১০০.০০মেঃ টন করা হয়। উল্লেখিত কারচুপি ও জাল জালিয়াতি থাকা সত্ত্বেও অগ্রনী ব্যাংক মনোহরপুর শাখার কর্মকর্তাগন সকল রেকর্ডপত্রে সঠিকতা প্রত্যয়নপত্র প্রদান পূর্বক অগ্রনী ব্যাংক, খাতুনগঞ্জ শাখাকে এল,সি খোলার অনুরোধ করে। ঋনপত্র মোতাবেক ৫০৫ মেঃ টন সি,আই, শীট চট্টগ্রাম বন্দরে আনা হয়। মালামাল খালাসের প্রাক্কালে আর,আই,সি ও পারমিট সমুহে জাল জালিয়াতি প্রকাশ হইয়া পড়ায় মালামাল আর খালাস করা সম্ভব হয় নাই। মালামাল নিলামে বিক্রি হওয়ায় ব্যাংকের ৭৫,৫৭,৩১৮/= টাকা ক্ষতি হয়। উপরোক্ত আলোচনা সহ মোকদ্দমার সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আসামী ১) আনছারুল হক, ২) আবদুর শুকুর, ৩) স্বপন কুমার ঘোষ, ৪) আবদুর নূর, মালিক, মের্সাস নূর ট্রেডার্স, ৫) জামাল উদ্দিন, মালিক- মেসার্স আলম ব্রাদার্স, ৬) কোরবান আলী, মালিক মেসার্স পারভীন অটোমোবাইলস, ৭) মোঃ আজিজুর রহমান, মালিক- মেসার্স আজিজ এন্ড ব্রাদার্স, ৮) মোঃ শহিদুর রহমান মালিক, মেসার্স রহমান এন্ড কোং, ৯) মোঃ হোসেন, মালিক, মেসার্স হোসেন ব্রাদার্স এর বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজসে ভূয়া আমদানী সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে সি,আই, সীট আমদানীর নিমিত্তে অগ্রনী ব্যাংক, আসাদগঞ্জ শাখায় ১৫% মার্জিনে ঋনপত্র খুলিয়া সরকারীভাবে প্রতিটি পারমিটে মাত্র ০৫ মেঃ টন বরাদ্দের বিপরীতে ৫টি পারমিটের প্রতিটিতে ০৫ মেঃ টন এর পরিবর্তে ১০০ মেঃ টন বরাদ্দ দেখাইয়া এবং মেসার্স নূর টেডার্স এর অনুকূলে ০৫ মেঃ টন বরাদ্দ দেখাইয়া মোট ৫০৫ মেঃ টন সি,আই, শীট আমদানী পূর্বক আমদানীকৃত মালামাল খালাসের প্রাক্কালে জালিয়াতির ঘটনা প্রকাশ পাওয়ায় আমদানীকৃত মালামাল বাজেয়াপ্ত করার কারনে ব্যাংকের ৭৫,৫৭,৩১৮/= টাকার আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় বিষয়টি সাক্ষ্য প্রমানাদির দ্বারা প্রমানিত হওয়ায় তাহাদেরকে পেনাল কোডের ৪০৯/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হইল। পক্ষান্তরে আসামী মোঃ ইসহাক চৌধুরী ও মঈন উদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪০৯/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দূর্নীতি প্রতিরোধ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

আইনের ৫(২) ধারার আনিত অভিযোগ সাক্ষীদের সাক্ষ্য সহ দাখিলি কাগজাদির দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় তাহাদেরকে উক্ত ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হইল না। আসামীদের বিরুদ্ধে পেনাল ৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭এ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হইলেও নথি পর্যালোচনায় উক্ত ধারার অপরাধ সংঘটনের উপাদান বিদ্যমান দেখা যায় না।

অতএব,

আদেশ হইল যে,

এই মামলার আসামী ১) আনছারুল্ল হক (পলাতক) ২) আবদুর শুকুর (পলাতক), ৩) স্বপন কুমার ঘোষ (পলাতক), ৪) আবদুর নূর (পলাতক), ৫) জামাল উদ্দিন (পলাতক), ৬) কোরবান আলী (পলাতক), ৭) মোঃ আজিজুর রহমান (পলাতক), ৮) মোঃ শহিদুর রহমান (পলাতক), ও ৯) মোঃ হোসেন (পলাতক) এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/১০৯ তৎসহ The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় উক্ত ধারা সমূহে দোষী সাব্যস্থ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারায় ০৫ (পাঁচ) বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদন্ড সহ ৮,৩৯,৭০০/= (আট লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশত) টাকা করিয়া অর্থদন্ডে দন্ডিত করা হইল। অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৬ (ছয়) মাস করিয়া সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হইল।

আসামীগন কর্তৃক আত্মসাৎকৃত ৭৫,৫৭,৩১৮/= (পঁচাওর লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশত আঠার) টাকা রাষ্ট্রীয় পাওনা হিসাবে রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হইল এবং উক্ত টাকা আসামীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে সমঅংশে আদায়যোগ্য। তদনুসারে আসামীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি থেকে তাহাদের প্রত্যেকের অংশের ৮,৩৯,৭০০/= (আট লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সাতশত) টাকা করিয়া আদায় করতঃ তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য সংশিষ্ট জেলা কালেক্টরকে নির্দেশ দেওয়া গেল।

পলাতক আসামীগন পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ার বা স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পন এর তারিখ থেকে প্রদও দন্ড সমূহ কার্যকর হইবে। আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ড পরোয়ানা ইস্যু করতঃ সংশিষ্ট পুলিশ কমিশনার/ সুপার এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে প্রেরন করা হউক।

আসামীগনকে দন্ডবিধির ৪০৯/১০৯ ধারায় শাস্তি প্রদান করায় The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারায় শাস্তি দেওয়া হইল না।

আসামী ১০) মোঃ ইসহাক চৌধুরী ও ১১) মঈন উদ্দিন চৌধুরী (পলাতক) এর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪৭৭৩/১০৯ ও তৎসহ The Prevention of Corruption Act, 1947 এর ৫(২) ধারার আনিত অভিযোগ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত না হওয়ায় তাহাদেরকে অত্র মামলার অভিযোগ হইতে খালাস প্রদান করা হইল। আসামী মোঃ ইসহাক চৌধুরী জামিনে থাকায় তাহার জামিনদারগনকে জামানতনামার দায় হইতেও অব্যাহতি দেওয়া হইল। আসামী মঈন উদ্দিন চৌধুরী পলাতক থাকায় তাহার বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে ইস্যুকৃত গ্রেফতারী পরোয়ানা রি-কল করা হউক।

অবগতি ও রাষ্ট্রীয় পাওনা আদায়ের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের লক্ষ্যে রায়ের অনুলিপি সংশিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (জেলা কালেকটর) বরাবরে প্রেরন করা হউক।

আমার জবানীতে টাইপকৃত ও শুদ্ধিকৃত।

স্বা/- অস্পষ্ট *১৭.০১.২০১৭* *(মীর রুহুল আমিন)* *বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম।*	*স্বা/- অস্পষ্ট* *১৭.০১.২০১৭* *(মীর রুহুল আমিন)* *বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম।*

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সাইদুল হক চৌধুরী, প্রিন্সিপাল অফিসার, নিরীক্ষা বিভাগ, অগ্রণী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৪.০৬.১৯৮৭ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

উপ-মহাব্যবস্থাপক
অগ্রনী ব্যাংক
নিরীক্ষা বিভাগ
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

বিষয়ঃ চট্টগ্রাম খাতুনগঞ্জ শাখায় মেসার্স নুর ট্রের্ডার্স (জি.এল) এর নামে ৭০,৪০,০০০/-এ,আই,পি ঋন প্রদান করিয়া ৫০৫ মেট্রিক টন ঢেউ টিন আমদানীর জন্য ঋণ পত্র খোলার তদন্ত সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার পত্র নং নিরীক্ষা/সাধারণ/৩২৩/৮৭ তারিখ ৪-৬-৮৭ এবং নিরীক্ষা/সাধারণ/ ৩৩৭/৮৭ তারিখ ১০-৬-৮৭ইং মোতাবেক উপরে বর্ণিত বিষয়ে তদন্ত করিয়া যে সমস্ত গুরুতর অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহনের জন্য নিম্নে উল্লেখ করা হইল :-

উল্লেখিত এ, আই, পি, ঋণের বিপরীতে ওয়েজ আরনার্সের অধীনে আছাদগঞ্জ চট্টগ্রাম শাখার মাধ্যমে ২,৪৯,৪৭০/= আমেরিকান ডলারের ৫০৫ মেট্রিক টন ঢেউ টিন জাপান হইতে আমদানী করার জন্য তদানিন্তন খাতুনগঞ্জ শাখার, শাখা ব্যবস্হাপক, জনাব আনছারুল হকের কার্যকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ছাড়াই আমদানী ঋণপত্র নং ওয়েজ/১০৭৪/২৭৮/৩/কেজি/ ১২২/৮৬, ১৫-৫-৮৬ইং তারিখে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		খোলা হইয়াছিল (আলোক চিত্র সংযুক্ত)। ঋণপত্র খোলার সময়ে আছাদগঞ্জ শাখা কর্তৃক উক্ত ঋণ পত্রের অনুকুলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ মঞ্জুরীর ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়াই ঋণপত্রটি খুনিয়াছিল, যাহা প্রধান কার্যালয়ের ১৯৭৭ সালের আই, ডি /৬০ নং নির্দেশ পরিত্রের পরিপন্থী। তবে নিরীক্ষাকালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঋণপত্র খোলার তারিখে অর্থাৎ ১৫-৫-৮৬ ইং তারিখে খাতুনগঞ্জ শাখা উল্লেখিত ঋণের মঞ্জুরীর জন্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ে শাখার সুপারিশ সহ প্রস্তাবপত্র (প্রপোজাল) প্রেরণ করিয়াছিল। আরো উল্লেখ থাকে যে শাখা কর্তৃক এই মঞ্জুরী বিহিন প্রদানকৃত ঋণের বিবরণ ঋণ প্রদানের পর হইতে শাখার প্রতি মাসের মাসিক অনাদায়ী ঋণের বিবরণীতে উল্লেখ করত কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করে। কিন্তু উহা গ্রহণের পর আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক শাখার প্রতি এই মঞ্জুরী বিহিন ঋণ প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। ইহাতে প্রমান করে যে, এই অমঞ্জুরীকৃত ঋণ প্রদানের অনুকুলে কর্তৃপক্ষের সম্মতি ছিল।
		অপরদিকে ২৭-৭-৮৬ইং তারিখে মহাব্যবস্থাপক পূর্বাঞ্চল কার্যালয় হইতে ঋণটি মঞ্জুরী না করিয়া ফেরৎ দেওয়া হয় এবং পরবর্তীতে শাখার ব্যবস্হাপক জনাব নেছার আহম্মদের (অর্থাৎ আনছারুল হকের পরে) পূনঃ সুপারিশক্রমে মহাব্যবস্থাপক পূর্বাঞ্চল কার্যালয় হইতে উক্ত ঋণের অনুকুলে ১০-৮-৮৬ইং তারিখে মঞ্জুরী দেওয়া হয়।
		আমদানীকৃত ঢেউ টিন জাহাজজাত হওয়ার পরে শাখায় আমদানী দলিল হস্ত গত হওয়ার পরে শাখা কর্তৃক আমদানীকারককে ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া আমদানী দলিল ছাড় করানোর জন্য তাগিদ দেওয়া হয়। আমদানীকারক কর্তৃক তাগিদপত্র পাওয়ার পরে আমদানীকারকের অনুরোধে বর্তমান শাখা ব্যবস্থাপক, জনাব তোফায়েল আহাম্মদ আমদানীকৃত মান কাষ্টম কর্তৃক পরীক্ষা ও শুল্ক নির্ধারনের জন্য কাষ্টমস পারপাস কপি অব এল, সি, অথারাইজেশন ঋণ অপরিশোধিত থাকা অবস্থায় আমদানীকারককে প্রদান করেন যাহা প্রধান কার্যালয়ের ১৯৭৬ সালের নির্দেশ পরিপত্র নং আই,ডি/১৪ এর পরিপন্থী। তবে আমদানী দলিল যথাযথ ভাবে শাখায় রক্ষিত আছে।
		আমদানীকারক কর্তৃক আমদানী মালের পরীক্ষা ও শুল্ক নির্ধারনের জন্য উক্ত কাগজপত্র কাষ্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়ার পরে কাষ্টমস কর্তৃক এই আমদানীকৃত মালের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানী ও রপ্তানী দপ্তর হইতে ইস্যুকৃত পূর্ব অনুমতি পত্রে উল্লেখিত আমদানী মালের পরিমানে জালিয়াতি করা হইয়াছে বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং কাষ্টমস কর্তৃক উত্থাপনকৃ আপত্তি সত্য বলিয়া প্রমানিত হয়। উল্লেখ থাকে যে এই আমদানীকৃত মানের অনুকুলে নিয়ন্ত্রক আমদানী

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ও রপ্তানী দপ্তর হইতে ইস্যুকৃত পূর্ব অনুমতি পত্রের বিপরীতে যেই এল/সি রাইজেশন ইস্যু করা হয় উহা আমাদের কুমিল্লা মনোহরপুর শাখা হইতে ইস্যু করা হইয়াছিল। মনোহরপুর শাখা, উল্লেখিত আমদানী ঋণ পত্রের অনুকূলে ইস্যুকৃত এল/সি অথারাইজেশন ও সংশ্লিষ্ট আই, অর, সি এবং আমদানীকারকের আমদানী পাস বই পরীক্ষা কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মেসার্স নূর ট্রেডার্সের নেতৃত্বে (জি, এল) ছয় জন আমদানীকারকের মধ্যে দুই জনের আই, আর, সি এবং পাস বই ভুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল (পাস বইয়ের আলোক চিত্র সংযুক্ত)।

ক্রমিক নং	আমদানীকারকের নাম	আই, আর, সি নং	এল, সি, অথরাইজেশন নং
১।	মেসার্স আলম ব্রাদার্স এন্ড কোং	বি- ১৬৭১২	এবি, ৮৬৪৩৮ তাং ১৫.০৫.৮৬
২।	পারভীন অটোমোবাইলস	বি- ১৬৬৯৭	এবি, ৮৬৪৩৭ তাং ১৫.০৫.৮৬

অপর চারটি আই, আর সি/পাশ বইয়ের মধ্যে একমাত্র দল নেতার আই,আর,সি/পাশ বই ছাড়া অন্য তিনটিতে কুমিল্লা আমদানী ও রপ্তানী পরিদপ্তরের নিরাপত্তা মোহর (এ্যামবোসিং) ছিল না। উল্লেখ্য যে, আমাদের কুমিল্লা আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহযোগিতায়, পত্র নং সার/জেডও/পিডি/৫৪৩/৮ তাং-৭-০৬-৮৭ ইং কুমিল্লাস্থ আমদানী ও রপ্তানী পরিদপ্তরে এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানকালে উপরোক্ত ভূয়া আই,আর,সি/পাশ বইয়ের ঘটনার সত্যতা যাচাই করা হয় এবং জানিতে পারিলাম যে ভুয়া আই, আর, সি, নম্বরের ব্লক/বই কুমিল্লায় আমদানী ও রপ্তানী পরিদপ্তরে আদৌ সরবরাহ করা হয় নাই।

এই খানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উল্লেখিত ৬টি পাশ বই হইতে দেখা যায় যে, ৪টি পাশ বই যে তারিখে আমদানী ও রপ্তানী পরিদপ্তরের নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইস্যু করিয়াছেন তাহার পরে কোন এক তারিখে মনোহরপুর শাখা কুমিল্লায় ঐ সমস্ত আমদানীকারকগনের নামে হিসাব খুলিয়াছে যাহা সবের নিয়মের পরিপন্থী। কেননা প্রতিটি পাশ বইয়ে মনোনীত ব্যাংক, হিসাবে অগ্রণী ব্যাংক, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লা উল্লেখ করা আছে।

আরো আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে, উপরে বর্ণিত ভূয়া পাশ বই দুইটি নির্বাহী কর্ম তাহার স্বাক্ষর সহ তারিখ প্রদান করেন ২৮-১১-৮৫ ইং কিন্তু স্থানীয় আমদানী ও রপ্তানী পরিদপ্তরের সহকারী নিয়ন্ত্রনকের স্বাক্ষর সহ তারিখ ২৮-১১-৮৬ইং দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ সব পাশ বইয়ের বিপরীতে আমদানী ঋণ পত্রটি ১৫-০৫-৮৬ ইং তারিখে খোলা হয়।

নিম্নে ছকের মাধ্যমে পাশ বইয়ে তারিখ এবং মনোহরপুর শাখায় কোন তারিখে আমদানীকারকগনের পক্ষে হিসাবগুলি খোলা হয় তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। (পাশ বই ও হিসাব খোলার ফর্ম আনোক চিত্র সংযুক্তি)।

ক্রমিক নম্বর	আমদানীকারকের নাম	পাশ বই ইস্যুর তারিখ	আই,আরসি হিসাব নং

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

১	মেসার্স নূর ট্রেডার্স	২৫-১১-৮৫	বি-১৬৩২০
২	মেসার্স আলম ব্রাদার্স এন্ড কোং	২৮-১১-৮৬	বি-১৬৭১২
৩	মেসার্স পারভীন অটোমোবাইলস	২৮-১১-৮৬	বি-১৬৬৯৭
৪	মেসার্স আজিজ ব্রাদাস	০৫-১২-৮৫	বি-১৬৩৯৪
৫	মেসার্স রহমান এন্ড কোং	০৫-১১-৮৫	বি-১৬৩৯৫
৬	মেসার্স হোসেন ব্রাদার্স	ঐ	বি-১৬৩৯০

ঘটনা পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, উল্লেখিত আমদানীকারকগনের পক্ষে মনোহরপুর শাখা হইতে ১৪-০৫-৮৬ ইং তারিখে ৩টি এবং ১৫-০৫-৮৬ ইং তারিখে ৩টি এল, সি, অথরাইজেশন ইস্যু করা হয়। এই এল, সি অথরাইজেশনগুলি খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম হস্তান্তর করা হয় যাহার মধ্যে দলনেতা মেসার্স নূর ট্রেডার্স এর এল, সি, অথারাইজেশন ১৫-০৫-৮৬ ইং তারিখে খাতুনগঞ্জ শাখায় হস্তান্তর করা হয়। (এল/সি অথরাইজেশনের ও মনোহরপুর শাখা হইতে স্থানান্তরের চালানের আলোক চিত্র সংযুক্তি)

খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম আমদানী ঋণ পত্র খোলার জন্য আছাদগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রামকে ১৫-০৫-৮৬ ইং তারিখে অনুরোধ করিয়া কাগজপত্র প্রেরন করেন এবং খাতুনগঞ্জ শাখা ১৫-০৫-৮৬ইং তারিখে দলনেতা মেসার্স নূর ট্রেডার্স এর নামে একটি চলতি হিসাব খোলে যাহার নম্বর ৫৫০৫। এই হিসাবটি খোলার সময় পরিচয়কারী হিসাবে মিঃ স্বপন কুমার ঘোষের (চলতি হিসাব নম্বর ৪৪৪৫) স্বাক্ষর গ্রহন করা হয়। এই স্বপন কুমার ঘোষই উল্লেখিত ঋণ পত্রটি খোলার জন্য জামিনদার হইয়াছে এ গ্যারেন্টর। এই হিসাবটি খোলার সময় দুইটি হিসাব খোলার ফর্ম ব্যবহার করা হয়। একটি ফর্মে প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসাবে জনাব নূর মোহাম্মদ পিতা-জনাব মৃত লাল মিয়ার নাম উল্লেখ করা হয় এবং অপর ফর্মে প্রতিষ্ঠানের মালিক জনাব আব্দুন নূর, পিতা জনাব মৃত লাল মিয়ার নাম উলেস্নখ করা হয়। উভয় ফর্মে পরিচয়কারীর নমুনা স্বাক্ষর সনাক্ত করেন জনাব আব্দুস শুক্কুর অফিসার এই হিসাব পরিচালনা কারীর নমুনা স্বাক্ষরও তাহার দ্বারাই গৃহীত হয়। (উক্ত হিসাব খোলার ফর্মের আলোক চিত্র সংযুক্তি)

আছাদগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম আমদানী ঋণ পত্র ১৫-০৫-৮৬ ইং তারিখে খোলে। একই দিনে তিনটি শাখা কর্তৃক এই কাজটি কিভাবে করা হইল তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছেনা। কেননা তিনটি শাখার মধ্যে একটি কুমিল্লায় অবস্থিত।

উল্লেখিত আই, আর, পি/পাশ বইয়ের বিপরীতে এল, সি, অথারাইজেশন মনোহরপুর শাখা হইতে ইস্যু করেন জনাব আঃ মতিন, অফিসার এবং তাহার একক স্বাক্ষরে এই সব এল, সি, অথারাইজেশনগুলি খাতুনগঞ্জ শাখায় হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে জনাব আব্দুল মতিন, অফিসার কুমিল্লা আঞ্চলিক কার্যালয়ে কর্মরত আছেন।

এই আমদানী ঋণ পত্রটি খোলার সময় আছাদগঞ্জ শাখা ও তাহাদের করনীয়

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দায় দায়ীত্ব পুরাপুরি পালন করে নাই। যেমন ঋণ পত্র খোলার আগে আই, আর,সি/পাশ বই এর যথার্থতা পরীক্ষা করে নাই। যদি করিত তাহা হইলে ৫টি পাশ বই এ আমদানী ও রপ্তানী পরিদপ্তরের নিরাপত্তা মোহর (এ্যামবোসিং) ছিল না তাহা তাহাদের নজরে পড়িত। দ্বিতীয় দুইটি পাশ বইয়ে ইস্যু তারিখের গোলমাল ছিল যাহা ঋণপত্র খোলার অনেক পরের তারিখ ছিল, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন অবস্থায়ই এই গুণ পত্র খোলা যায় না। ঋণ পত্রটি খোলার সময় উহাতে স্বাক্ষর প্রদান করেন জনাব আব্দুল মতিন, শাখা ব্যবস্হাপক, আসাদগঞ্জ শাখা ও জনাব আব্দুল মজিদ তদানিন্তন অফিসার-ইন-চার্জ, বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ। (বর্তমানে অবসর গ্রহন করিয়াছেন) পাশ বইয়ে ঋণ গত্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন জনাব আব্দুল খালেক, সিনিয়র অফিসার, বৈদেশিক বানিজ্য বিভাগে কর্মরত।
		উল্লেখ্য যে আছাদগঞ্জ শাখা ০৯-০৩-৮০ ইং তারিখে নিরীক্ষাকালে দেখিতে পাওয়া যায় এই জনাব আব্দুল খালেক কর্তৃক ১৯৮৬ সনের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ২২টি আমদানী ঋণ পত্রের নম্বর বিভিন্ন আমদানীকারকের নামে অবৈধভাবে বরাদ্দ করিয়া আমদানী ঋণ পত্র খোলার বহিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যাহা পরে খোলা হয় নাই । অতএব বলা যায় আছাদগঞ্জ শাখা তাহার করনীয় দায় দায়ীত্ব ঠিক মত পালন করিলে অভি ব্যাংক লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হইত না।
		এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুমিল্লার মনোহরপুর শাখায় বৈদেশিক বানিজ্য বিভাগের কাগজ পত্র পরীক্ষাকালে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, উপরে উল্লেখিত ভুয়া আই, আর, সি/ পাশ বইয়ের ঘটনা ছাড়াও নিম্নে বর্নিত ভূয়া আই, আর, সি-র অধীনে পাশ বইগুলি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে (পাশ বই এর আলোক চিত্র সংযুক্ত)

ক্রমিক নম্বর	আমদানীকারকের নাম	আই.আর.সি নং	পাশ বইয়ে বর্নিত তারিখ
১।	মেসার্স কামরুল ব্রাদাস	বি-১৬৫২৬	২৫-১১-৮৫
২।	মেসার্স হারুন ব্রাদাস	বি-১৬৫৩২	২৫-১১-৮৫
৩।	মেসার্স জনতা ট্রেডিং এন্ড কোং	বি-১৬৫৪৭	২৫-১১-৮৫
৪।	মেসার্স মনসুর আহম্মদ	বি-১৬৫৪৯	২৫-১১-৮৫

পাশ বইগুলি পরীক্ষাকালে দেখিতে পাওয়া যায় প্রতিটি পাশ বইয়ের অনুকুলে এল, সি অথারাইজেশন ইস্যু করা হইয়াছে ২০-০১-৮৬ ইং তারিখে এবং তাহা চট্টগ্রামের হাবিব ব্যাংক নিঃ এর বরাবরে প্রতিটি দুই লক্ষ টাকা মূল্যের পুরাতন কাপড় আমদানী করার জন্য হস্তান্তর করা হয়। অপর দিকে দেখা যায় যে, এই সব আবদানীকারকের নামে শাখায় হিসাব খোলা হয় ২১-১-৮৬ ইং তারিখে। অর্থ্যাৎ পাশ বইয়ে বর্ণিত তারিখের এবং এল, সি, অথারাইজেশন ইস্যু করার পরে যাহা প্রচলিত নিয়মের পরিপন্থী। এই সমস্ত অপকর্ম ও জালিয়াতি মনোহরপুরে কর্মরত তদানিন্তন সিনিয়র অফিসার জনাব রিয়াজ সাবেদের সময় হইতে শুরু হয় যিনি বর্তমানে দক্ষিন

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অঞ্চল সার্কেলের মহা-ব্যবস্হাপকের সচিবালয়ে কর্মরত আছেন। প্রকাশ থাকে যে, এইসব এল, সি, অর্থারাইজেশনগুলি ও চলতি হিসাবগুলি জনাব রিয়াজ সাবেদ ইস্যু ও খুলিয়াছেন। চলতি হিসাব ও এল, সি, অথারাইজেশনের বিবরন নিম্নরুপ (হিসাব খোলার ফর্ম ও এল,সি, অথরাইজেশনের আলোক চিত্র সংযুক্তি)

ক্রমিক নম্বর	আমদানীকারকের নাম	চলতি হিসাব নম্বর ও খোলার তারিখ	এল, সি, অথরাইজেশন নং ও ইস্যুর তারিখ
১	মেসার্স কামরুল ব্রাদাস	৩৯৫৩, তাং ২১.০১.৮৬	এবি-৮৩৮০৮, তাং ২০.০১.৮৬
২	মেসার্স হারুন ব্রাদাস	৩৯৫৪, তাং ২১.০১.৮৬	এবি-৮৩৮০৯, তাং ২০.০১.৮৬
৩	মেসার্স জনতা ট্রেডিং এন্ড কোং	৩৯৫২, তাং ২১.০১.৮৬	এবি-৮৩৮১০ তাং ২০.০১.৮৬
৪	মেসার্স মনসুর আহম্মদ	৩৯৫১, তাং ২১.০১.৮৬	এবি-৮৩৮১১ তাং ২০.০১.৮৬

উপরের ঘটনা পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, নিম্নে বর্নিত ব্যক্তিগণ এই সমস্তঅপকর্মের সহিত সরাসরি জড়িত।

১। জনাব রিয়াজ সাবেদ ঃ সিনিয়র অফিসার বর্তমানে দক্ষিণ অঞ্চল সার্কেলের মহাব্যবস্থাপকের সবিচালয়ে কর্মরত।

২। জনাব আব্দুল মতিন ঃ অফিসার বর্তমানে কুমিল্লা আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মরত।

৩। জনাব আনসারুল হক ঃ প্রাক্তন শাখা ব্যবস্থাপক, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম।

৪। জনাব আব্দুস শুক্কুর ঃ তদানিন্তন অফিসার, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম।

৫। জনাব ইসহাক চৌধুরী ঃ সিনিয়র অফিসার বর্তমানে কক্সবাজার শাখা কর্মরত।

৬। জনাব আব্দুল খালেক ঃ সিনিয়র অফিসার, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম।

ইহা ছাড়াও নিবর্ণিত কর্মকর্তাগণ তদারকী কাজে অবহেলার জন্য দায়ীঃ-

১। জনাব মোহাম্মদ আতাউর তদানিন্তন শাখা ব্যবস্থাপক, মনোহরপুর শাখা, বর্তমানে চাকুরী হইতে ইস্তফা হইতে ইস্তফা দিয়া আই,এফ,আই,সি ব্যাংকে চাকুরীরত আছেন।

২। জনাব খোরশেদ আলম ভুয়া তদানিন্তন ভারপ্রাপ্ত শাখা ব্যবস্থাপক মনোহরপুর শাখা, বর্তমানে দ্বিতীয় কর্মকর্তার দায়ীত্বে নিয়োজিত।

৩। জনাব এম,এ মোছাব্বের বর্তমান শাখা ব্যবস্থাপক, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লা।

৪। জনাব কাজী আব্দুল মতিন ব্যবস্থাপক, আছাদগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম।

৫। জনাব আব্দুল মজিদ অধিকর্তা বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ, আছাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম বর্তমানে অবসর গ্রহন করিয়াছেন।

নিম্নে বর্ণিত চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবের মালিকগণ এই সমস্ত অপকর্ম ও জালিয়াতি সহিত জড়িত এবং ইহাদের যোগসাজসে এই সমস্ত অপকর্মগুলি ঘটানো হইয়াছে।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১। মেসার্স বি,রহমান এন্ড কোং চলতি হিসাব নং-১৫৮৮, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লা। ২। মেসার্স মোঃ আইয়ুব আলী, চলতি হিসাব নম্বর ১০৯৩, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লা। ৩। মোঃ কামাল হোসেন, সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৬৯২৮, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লা। ৪। মিঃ কাজী তরিব উদ্দিন আহমদ, চলতি হিসাব নং- ১৭৬৭, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লা। ৫। মিঃ সিরাজুল হক, চলতি হিসাব নং- ১৯৯০, রাজগঞ্জ শাখা, কুমিল্লা। ৬। মনিরুল হক, চলতি হিসাব নং-২৩৪৭ মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লা। ৭। মিঃ স্বপন কুমার ঘোষ, চলতি হিসাব নং-৪৪৪৫, খাতুনগঞ্জ শাখা, চট্টগ্রাম। আরও প্রকাশ থাকে যে, মনোহরপুর শাখা, কুমিল্লায়। ২০-৬-৮৪ইং হইতে ২১-১১-৮৬ইং তারিখ পর্যন্ত ইস্যুকৃত এল,সি অথারাইজেশনের ইস্যু রেজিষ্টার পাওয়া যায় নাই। উক্ত সময়ের মধ্যে মনোহরপুর শাখার বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন যথাক্রমে জনাব রিয়াজ সাবেদ সিনিয়র অফিসার ও জনাব আব্দুল মতিন অফিসার। ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্ত তারিখ- ২৪.০৬.৮৭ ইং স্বা/- অস্পষ্ট সায়েদুল হক চৌধুরী প্রিন্সিপাল অফিসার নিরীক্ষা বিভাগ অগ্রনী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। **উপরিল্লিখিত তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অত্র আপীলকারী শাখা ব্যবস্থাপক আনছারুল হক তদানিন্তন খাতুনগঞ্জ শাখায় কর্মরত থাকাকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী ছাড়া আমদানী ঋণপত্র নং-ওয়েজ/১০৭৪/২৭৮-৮/কে এইচ/১২২/৮৬ তারিখ ১৫.০৫.১৯৮৬ খোলেন। অতঃপর ঐদিনই খাতুনগঞ্জ শাখা উল্লেখিত ঋণ মঞ্জুরীর জন্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ে শাখার সুপারিশ সহ প্রস্তাবপত্র প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের পর আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক এই মঞ্জুরীবিহীন ঋণ প্রদানের বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় নাই। পরবর্তীতে, বিগত ইংরেজী ২৭.০৭.৮৬ তারিখে মহাব্যবস্থাপক, পূর্বাঞ্চল কার্যালয় ঋণটি মঞ্জুরী না করে ফেরত প্রদান করে। সুতরাং খাতুনগঞ্জ শাখার তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক অত্র আপীলকারী আনছারুল হক এর প্রস্তাবটি না মঞ্জুর হওয়ায় উক্ত ঋণপত্রের সংশ্লিষ্টতায় আপীলকারীর আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না।**

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		উক্ত ঋণপত্রটি আপীলকারীর পরবর্তী শাখা ব্যবস্থাপক জনাব নেছার আহমেদ পুনরায় তার সুপারিশসহ মহাব্যবস্থাপক, পূর্বাঞ্চল কার্যালয়ে প্রেরণ করলে মহাব্যবস্থাপক, পূর্বাঞ্চল কার্যালয় উক্ত ঋণের অনুকূলে বিগত ইংরেজী ১০.০৮.৮৬ তারিখে মঞ্জুরী প্রদান করেন। অর্থাৎ মহাব্যবস্থাপক, পূর্বাঞ্চল কার্যালয় যে ঋণটি বিগত ইংরেজী ১০.০৮.৮৬ তারিখে মঞ্জুরী প্রদান করেন সেটি প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন খাতুনগঞ্জ শাখার শাখা ব্যবস্থাপক জনাব নেছার আহম্মেদ কর্তৃক সুপারিশকৃত ঋণপত্র, অত্র আপীলকারীর সুপারিশকৃত নয়।
		সুতরাং নেছার আহমেদ কর্তৃক সুপারিশকৃত ঋণপত্র সংশ্লিষ্টতায় তার পূর্বতন শাখা ব্যবস্থাপক অত্র আপীলকারী আনছারুল হককে অভিযুক্ত করায় বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূত। যেখানে আপীলকারী আনছারুল হকের ঋণ প্রস্তাবটি না মঞ্জুর হয়েছে সেখানে তার প্রস্তাবের সমাপ্তি ঘটায় অত্র মোকদ্দমা সংশ্লিষ্টতায় অত্র আপীলকারী আনছারুল হকের বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতার প্রশ্নই আসে না।
		অভিযুক্ত আসামী রিয়াদ সাবেত বিষয়ে ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা নং ৯৮৬/১৯৯৫ মোকদ্দমায় অত্র বিভাগের বিচারপতি মাহফুজুর রহমান এবং বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম সমন্বয়ে গঠিত দ্বৈত বেঞ্চ বিগত ইংরেজী ১৮.০১.২০০০ তারিখে প্রদত্ত রায়ে অভিমত প্রদান করেন যে,
		"It appears that the petitioner while serving in Agrani Bank Manoharpur Branch, Comilla was transferred to the Head Office, Dhaka and accordingly handed over charge to F. I. R. named accused M. A. Matin, Officer in coming on 14.05.86. Thereafter he went to the Office of the new place of posting. From the perusal of the annexure 'C' it appears that in fact this petitioner Reaz Sabeth, Senior Officer out going handed over charge to another Officer F. I. R. named accused M. A. Matin in coming on 14.05.86 and was released from the Bank. The allegation regarding the L. C, as per F. I. R and charge sheet, opened on 15.05.86 on the following day of release of the petitioner and handing over charge. Admittedly in the F. I. R. annexure- A this accused petitioner has not been named as a accused but he has

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		been shown accused in the charge sheet. On perusal of the charge sheet and other relevant papers we do not find anything to show on what evidence the name of the petitioner was included as an accused in the charge sheet. Rather we find the person who took over charge from the accused petitioner on 14.05.86 namely Abdul Matin though specific allegations are (Illegible) has not been sent up in the charge sheet for the reasons best known to the Investigating Officer. Admittedly the Bank instituted the Money Suit No. 202/87 against the F. I. R. named accused persons including this M. A. Matin and got decree long back and the authority concerned not implicated the present petitioner as defendant in the money suit. There is nothing to show in the chare sheet that the Investigating Officer the obtained opinion from the Pubic Prosecutor before filing the charge sheet against the petitioner as per law in this regard. Furthermore from the reading of the judgment and order of the Senior Special Judge while granting bail to petitioner on 25.11.93 categorically found that, "It appears that the accused-petitioner is not F. I. R named. From a certificate filed on behalf of the accused-petitioner it appears that the accused-petitioner is still in service of the Agrani Bank, Head Office, Dhaka. From a charge make over a (Illegible) report it appears that the accused-petitioner made over charge of the post of Senior Officer, Agrani Bank, Monoharpur Branch, Comilla on 11.05.86. It further appears that Agrani Bank, Khatungonj Branch filed a Money Suit being Money Suit No. 202/87 in the 1st Court of Commercial Sub-Judge, Chittagong against the F. I. R. named accused Abdul Matin, Spapan Kumer Ghose and others. The name of the accused-petitioner does not appear as a defendant in

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

the suit.

Considered the facts and circumstances of the case. There appears to be no prima facie case against the accused-petitioner." Entire case records were before the learned Special Judge who on perusal of the same made the above finding. It also appears that learned public prosecutor could not show any thing against the petitioner.

In view of the facts and circumstances of the case we find that the accused petitioner has been falsely implicated in the charge sheet without any evidence on record whatsoever and as such the proceeding pending against him is an abuse of the process of the court and is liable to be quashed.

In the result the Rule is made absolute. The proceeding pending with respect to the accused petitioner in Special Case No. 88 of 1993 pending in the court of the Senior Special Judge, Chittagong arising out of Kotwali Police Station Case No. 16(10)88 being D. A. B. G. R. Case No. 33 of 1988 under sections 409/420/467/468/471/477(A)/109 of the Penal Code and under Section 5(2) of Act II of 1947 is hereby quashed. The accused petitioner is discharged from the bail bond."

উপরিল্লিখিত মোকদ্দমায় যেহেতু অভিযুক্ত আসামী রিয়াদ সাবেত বিগত ইংরেজী ১৪.০৫.১৯৮৬ তারিখ থেকে তার দায়িত্ব হস্তান্তর করেছেন বিধায় বিগত ইংরেজী ১৫.০৫.৮৬ তারিখের মঞ্জুরী ঋণপত্রটি খোলা সংশ্লিষ্টতায় রিয়াদ সাবেতের কোন সম্পর্ক না থাকায় বিজ্ঞ হাইকোর্ট বিভাগ তাকে অব্যাহতি প্রদান করে ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি মঞ্জুর করেন।

অত্র আপীলকারী আনসারুল হকের বিষয়ও একই রকম। অত্র আনসারুল হক তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক বিগত ইংরেজী ১৫.০৫.৮৬ তারিখে মঞ্জুরীপত্র খোলেন এবং সুপারিশসহ উর্ধতন আসাদগঞ্জ শাখায় প্রেরণ করলে মহাব্যবস্থাপক তার সুপারিশ

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		না-মঞ্জুর করেন। পরবর্তীতে, একই ঋণপত্র সংশ্লিষ্টতায় পরবর্তী শাখা ব্যবস্থাপক নেছার আহমেদ পুনরায় সুপারিশ প্রদান করলে উক্ত ঋণপত্রটি মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক মঞ্জুর হয়। ফলে পরবর্তী মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে অত্র আপীলকারী আনসারুল হকের কোন সম্পৃক্ততা নেই। পরবর্তী শাখা ব্যবস্থাপক নেছার আহমেদ বিষয় সংশ্লিষ্টতায় সম্পৃক্ত থাকলেও আশ্চর্যজনকভাবে অত্র এজাহারে তাকে আসামীই করা হয় নাই। যেই শাখা ব্যবস্থাপক নেছার আহমেদের পুনঃ সুপারিশের ভিত্তিতে মহাব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণপত্রটি অনুমোদিত হল সেই নেছার আহমেদকে এফআইআর-এ আসামীভূক্ত না করা প্রসিকিউশন পক্ষের ব্যর্থতা। তদন্ত অন্তে রিয়াদ সাবেতকে অর্ন্তভূক্ত করলেও তদন্তকারী কর্মকর্তা কি এক অজানা কারনে নেছার আহমেদকে আসামী করেন নাই। উপরিল্লিখিত ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা থেকে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট যে, অত্র মোকদ্দমার ঋণপত্র সংশ্লিষ্টতায় ব্যাংকের যে ক্ষতি হয়েছে তৎমর্মে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ মানি স্যুট নং- ২০২/১৯৮৭ দায়ের করে ইতিমধ্যে ডিক্রি প্রাপ্ত হন। সার্বিক পর্যালোচনায় সাক্ষ্য এবং নথিপত্র পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, অত্র আপীলকারী মঞ্জুরীকৃত ঋণপত্রের সুপারিশকারী যেমনটি নয় তেমনি তিনি অত্র মোকদ্দমায় অর্থ আত্মসাৎ করেছেন এমন কোন তথ্য-উপাত্ত অত্র আপীলকারীর বিরুদ্ধে নেই। আপীলকারী আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন কিংবা অর্থ গ্রহণ করেছেন এমন কোন অভিযোগও প্রমাণিত হয় নাই। অত্র আপীলকারীর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন পাক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সঠিকভাবে দালিলিক এবং মৌখিক সাক্ষ্য বিচার বিশ্লেষন না করে আপীলকারীকে অত্র মোকদ্দমায় সাজা প্রদান করেছেন বিধায় অত্র আপীলটি মঞ্জুরযোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুর করা হলো। বিজ্ঞ বিভাগীয় বিশেষ জজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক বিশেষ মামলা নং- ৪৮/১৯৯৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৭.০১.২০১৭ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। আসামী-আপীলকারীকে উক্ত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি তথা খালাস দেওয়া হলো। আসামীর জামিনদারকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।